কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম পর্যালোচনা কর্মশালা

১১ মে ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর পর্যালোচনামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ৮টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ দেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে নিজ নিজ কর্ম এলাকায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় বিগত এক বছরে গৃহীত কর্মসূচি ও অর্জনসমূহ তুলে ধরেন। এ কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী যোগ দেন এবং তিনি এসব অর্জন সম্পর্কে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে হবে। অতীতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে অনেক অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান সবসময়ই কঠোর নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে থাকে। অংশগ্রহণকারীগণ তাঁর এ বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং সকলেই এ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিগত এক বছরে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় যেসব কার্যক্রম গৃহীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হলো:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন ও ধারণা প্রদান
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ আমাদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা
- শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
- প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক সভা
- বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিকল্পনা
- বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা
- বিদ্যালয়ভিত্তিক সাব-কমিটি গঠন ও তথ্য সংগ্রহ
- ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে সভা
- অভিভাবক/মা সমাবেশ
- এসএমসি-এর সঙ্গে ওয়াচ গ্রুপের যৌথসভা
- শিক্ষা প্রশাসন-এর সঙ্গে অবহিতকরণ সভা
- শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণে মাইকিং ও শোভাযাত্রা
- স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে ও দ্বারে দ্বারে প্রচারণা
- শিক্ষামেলা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী
- সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে র‍্যালি ও আলোচনা সভা
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন
- বেজলাইন সার্ভে সম্পন্ন করা
- সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়কে পুরস্কার প্রদান
- অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময়
- শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন ইত্যাদি।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের অর্জনসমূহ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় আলোচনায় মিলিত হয়ে এ কার্যক্রমের নিম্নলিখিত পরিবর্তন/সাফল্যসমূহ তুলে ধরেন:

১. ভর্তি ও উপস্থিতি বিষয়ক

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ও অনুপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষকদের উপস্থিতি নিয়মিত হয়েছে।

২. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বিষয়ক

- পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটেছে।
- বিদ্যালয়ে দলীয় শিখন কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, চারু-কারু-এর ডিসপ্লে করা হচ্ছে।
- নিয়মিত পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নত হয়েছে।
- শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটেছে।

৩. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বিষয়ক

- বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অ্যাসেম্ব্লি নিয়মিত হয়েছে।
- কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি হয়েছে।
- জাতীয় দিবসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।

৪. জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক

- অভিভাবক সভা, এসএমসি সভা নিয়মিত হয়েছে।
- শিক্ষক, অভিভাবক ও এসএমসি'র দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়েছে।
- ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন নিশ্চিত হয়েছে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কমিটি ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।
- জনগণের কাছে বিদ্যালয়ের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে নতুন কক্ষ নির্মাণ, সংযুক্ত রাস্তা মেরামতসহ নানাবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশুর আগ্রহ ও ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা। এজন্য আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল। কতটা কার্যকরভাবে শিশুকে শিক্ষার জগতে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয়েছে তার ওপরই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রমে সার্বক্ষণিকভাবে কর্মব্যস্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে। এ শিখন প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে পারে পরিপূর্ণ অর্থে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন শিশুর চাহিদা ও শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিখনসামগ্রী রচিত হয়, এর পাশাপশি শিশুর স্বাধীনতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। আর নানা ধরনের তৎপরতা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর পছন্দ, চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন নিশ্চিত হয়ে থাকে।

কক্সবাজারের খুরুশকুল গণপাঠশালায় শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকছে

কর্মকেন্দ্রিক শিখন মূলত একটি শিখন তৎপরতা। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করে থাকে। বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিজে সবসময় বলে দেওয়ার চেয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত দেওয়ার ও আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে হাতেকলমে কাজ করে কোনো বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে থাকে। যেমন-

শব্দ ও বাক্য গঠন: কর্মকেন্দ্রিক শিখন ব্যবস্থায় ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে শব্দ গঠন, বাক্য গঠন শেখাতে বর্ণ, শব্দাংশ ও শব্দের কার্ড তৈরি ও প্রয়োগ করে খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সুদৃঢ় করা যায়। শব্দ ও বাক্য দিয়ে তৈরি কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশুর ভাষা শেখার দক্ষতা এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায়। এসব কাজে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজ করে বা অংশগ্রহণ করে থাকে।

যোগ-বিয়োগ: শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে একগুচ্ছ কাঠি বা গুঁটি দিয়ে সবাইকে ভাগ করে নিতে বলবেন। ভাগে কমানো, বাড়ানো, আবার সবগুলো একসঙ্গে করা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যোগ, বিয়োগ বা বিভাজনের ধারণা হাতেকলমে অর্জন করতে পারে।

পরিদর্শন: পরিবেশ পরিচিতি বা সামাজিক বিজ্ঞান শেখার জন্য বিদ্যালয়ের আশেপাশে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রয়াসে বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বাগান করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো রাখা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ ও সংরক্ষণের মতো বিষয় হাতেকলমে শেখানো যায়। আশপাশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য যেমন- প্লাস্টিক, টিনের টুকরা, কঞ্চি, কাগজ, পাথর, নুড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এগুলোর প্রকৃতি, ধরন ও ব্যবহার নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আলোচনা করে শিখতে পারে। সহজলভ্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তৈরি করে বিজ্ঞানের অনেক কঠিন বিষয় সহজে শেখানো যায়।

কর্মকেন্দ্রিক শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ব্যবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। শিশুর স্বাধীন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন হয়, সৃজনশীলতার বিকাশ নিশ্চিত হয়।

আইনুন নাহার বেগম, কনসালটেন্ট ইসিএল, ইউনিসেফ

ভোলার ধলিগৌরনগর ও ভেদুরিয়ায় খানাজরিপের ফলাফল অবহিতকরণ সেমিনার

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়নের এবং ২০ মার্চ ২০১৪ তারিখে সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের খানাজরিপের ফলাফল অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ধলিগৌরনগর ইউনিয়নে ওয়াচ কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন লালমোহন উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ধলিগৌরনগর ইউপি চেয়ারম্যান হেদায়েতুল ইসলাম মিন্টু, সাবেক ধলিগৌরনগর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক হাওলাদার। ভেদুরিয়া ইউনিয়নে আঃ রশীদ মাস্টারের সভাপতিত্বে এ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহে আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসমাইল। সেমিনারে খানাজরিপে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, ওয়াচ কমিটির সদস্যসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে ভেদুরিয়া ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীরা

ধলিগৌরনগর, ভেদুরিয়া, চরসামাইয়া ইউনিয়নে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভোলার ধলিগৌরনগর, ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়া ইউনিয়নের ২৪ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ধলিগৌরনগর ইউনিয়নের ধলিগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও করিমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভেদুরিয়া ইউনিয়নে ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চরসামাইয়া ইউনিয়নে খেয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পুরস্কার দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ধলিগৌরনগর ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফকরুল আলম হাওলাদার, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ করিম নিরব, প্রধান শিক্ষক আঃ হাই, মাওলানা মোঃ আলাউদ্দিন, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তৈহিদুল ইসলাম, ভেদুরিয়া সমবায় বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাদিস, ব্যাংকেরহাট কো-অপারেটিভ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইসমাইল, ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহে আলম, চরসামাইয়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মহিউদ্দিন মাতাব্বর প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে শিক্ষক, অভিভাবক, ওয়াচ কমিটি ও এসএমসি'র সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

হারুন উর রশীদ

শিক্ষা উপকরণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৮-১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ আয়োজনে হবিগঞ্জ পিটিআই মাঠে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা উপকরণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'শিক্ষাই জীবনের মূল, ঝরে পড়া বিরাট ভুল' এই প্রতিপাদ্যকে উপলক্ষ করে আয়োজিত এ মেলা উদ্বোধন করেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ জয়নাল আবেদীন। এ মেলায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সমাগম ঘটে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মী ও বাউল শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ ৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট মোঃ আবু জাহির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ নজরুল ইসলাম, হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুল গফ্ফার। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট মোঃ আবু জাহির

হবিগঞ্জে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২৪-২৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর উদ্যোগে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন হবিগঞ্জ সদর উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, পিটিএ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ মোট ২৯ জন অংশগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পার্সন হিসাবে অধিবেশন পরিচালনা করেন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট ড. ফরিদা পারভীন কেয়া, পিটিআই'র ইনস্ট্রাক্টর মোঃ আব্দুল আউয়াল ও উত্তম কুমার দাশ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু জাফর মোঃ ছালেহ। ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিটিআই'র সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ নজরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ ভূইয়া, পিটিআই'র ইনস্ট্রাক্টর রওশন আরা বেগম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হাফিজুর রহমান মিয়া।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ঝাঐল, ভদ্রঘাট ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আয়োজনে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মোট ১১৫ জন (৪৮ জন ছাত্র এবং ৬৭ জন ছাত্রী) এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ২১ জন (৮ জন ছাত্র ও ১৩ জন ছাত্রী) ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ক্রেস্ট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্মাননা অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লক্ষণ কুমার দাশ, এনডিপির পরিচালক ড. এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন, রায়গঞ্জ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা আপেল মাহমুদ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হেলাল উদ্দিন আহম্মেদ ও মোঃ মহসিন রেজা, পাঙ্গাসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম প্রমুখ। এ ছাড়াও ইউনিয়নসমূহের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিকসহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে পাঙ্গাসী ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ

সিরাজগঞ্জে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক কর্মশালা

১২-১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি-এর যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আহ্বায়ক মোঃ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন এ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, শিক্ষক আনন্দময় পরিবেশে পাঠদান করলে কোনো ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়বে না। কর্মশালায় সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন রায়গঞ্জ উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সফিউল আলম ও মোঃ ইলিয়াস এবং ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট ড. ফরিদা পারভীন কেয়া। উক্ত কর্মশালায় ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ওয়াচ কমিটির সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিপন চন্দ্র নাগ

পার্টনারশীপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

১৮-১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পার্টনারশীপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মেহেরপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ৮টি সংগঠন থেকে মোট ১৬ জন প্রতিনিধি এবং গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভাটি পরিচালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপপরিচালক কে. এম. এনামুল হক। সভায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (পিডিইপি-৩) এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ভ্যালু ফর মানি বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়। মতবিনিময় সভার পাশাপাশি সকল অংশগ্রহণকারী আমঝুপি ইউনিয়নের গন্ধরাজপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, ক্লাস পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে এসএমসি'র সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি একজন কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন

মেহেরপুরে সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মোনাখালী ইউনিয়নের ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর সহায়তায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি মোঃ রকিবুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আলাউদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আমিনুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ওয়াচ কমিটির সদস্য মোঃ আসকর আলী, মোঃ ওয়াজেদ আলী ও দারিয়াপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফতাব উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীসহ ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সাদ আহমদ

'সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা' বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২২ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা, নেত্রকোণার যৌথ উদ্যোগে জেলা সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে 'সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা' বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক মতিন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মোঃ নূরুন নবী তালুকদার, মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান। এ সভায় মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন কে. এম. এনামুল হক, উপপরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নেত্রকোণা সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ মোস্তারী কাদেরী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মালবিকা ভৌমিক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ ছায়েদুর রহমান, খগেন্দ্রনাথ তালুকদার, প্রভাষক পূরবী রানী, জেলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক এম. মোখলেছুর রহমান প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্য, এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক চিন্ময় তালুকদার।

'সবার জন্য শিক্ষা ও জাতীয় বাজেট: চলমান ধারা ও আমাদের প্রত্যাশা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামো বিষয়ক কর্মশালা

২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা-এর যৌথ উদ্যোগে নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে বিদ্যালয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামো বিষয়ক দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন। এ ওরিয়েন্টেশনে ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, এসএমসি'র সভাপতি, পিটিএ'র সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন নেত্রকোণা জেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হামিদ উদ্দিন, পূর্বধলা উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জালাল উদ্দিন।

এস. এম. মজিবুর রহমান

গজারিয়া ইউনিয়ন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সমন্বয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ডিএফআইডি। এ উপলক্ষে ফুলছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোতোষ রায়।

আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের একটি অধিবেশন

ফুলছড়িতে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

১-২ মে ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ আয়োজনে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রশিক্ষণ কক্ষে ফুলছড়ি ইউনিয়নের 'আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পারসন হিসাবে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন গাইবান্ধার শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম, পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর মোঃ আঃ বাকী, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট ড. ফরিদা পারভীন কেয়া। উদ্বোধনী পর্বে ফুলছড়ি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিম প্রামানিকের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, ইউপি প্রতিনিধিসহ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এতে ৫ জন নারীসহ মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

মো. আনসারুজ্জামান

শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা

২০ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ আয়োজনে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি হয়। দুটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপই ইউনিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করবে বলে জানায়।

যৌথ মতবিনিময় সভায় সাহস ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যবৃন্দ

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে শতভাগ সফলতা চাই' শীর্ষক র‍্যালি ও মতবিনিময় সভা

১০ মার্চ ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নে আয়োজিত হয় 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে শতভাগ সফলতা চাই' শীর্ষক র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শরাফপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ রবিউল ইসলাম রবির নেতৃত্বে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণের অংশগ্রহণে র‍্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আনোয়ার আহম্মদ, বার্তা সম্পাদক, দৈনিক জন্মভূমি। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিকাশ চন্দ্র দাশ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডুমুরিয়ার সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভূধর চন্দ্র সানা, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ মাহাতাব হোসেন, শরাফপুর ইউনিয়নের এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মো: আবুল কাসেম সরদার। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, স্থানীয় জনগণ এবং শরাফপুর ও সাহস কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ। আলোচনায় সকলেই শিক্ষাক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, এসএমসিকে সক্রিয়করণ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি আনন্দদায়ককরণ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

বনশ্রী ভান্ডারী

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

২২ মার্চ ২০১৪ তারিখে আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) ও সিধুলী ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অত্র ইউনিয়নের মোট ১৭ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিধুলী ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব সামসউদ্দীন আহম্মেদ। অতিথি ছিলেন মাদারগঞ্জ উপজেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন দাশ ও শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক, এসএমসির সদস্য, ওয়াচ কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১৩০ জন প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এ ইউনিয়নের কৃতী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

সিধুলী ইউনিয়নে একজন কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হচ্ছে

খানাজরিপ বিষয়ে ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের ওরিয়েন্টেশন

২৩-২৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর যৌথ আয়োজনে জোড়খালী ও ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নে খানাজরিপ বিষয়ে ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জোড়খালী ও ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের যথাক্রমে ৪০ জন ও ৪৫ জন ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। জোড়খালী ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ডা. শাহজাহান। অতিথি ছিলেন ইউপি সদস্য ওয়াবদুল ইসলাম ও আলমগীর কবির। ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহম্মেদ। অতিথি ছিলেন ঘোষেরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়েদুর রহমান। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ারগণ জোড়খালী ও ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের প্রতিটি খানা জরিপ করবেন। জরিপ কাজ শুরু হওয়ার আগে উক্ত ইউনিয়নের সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জরিপ কাজের ফলাফল থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা, প্রাথমিক শিক্ষার বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

মোঃ আব্দুল হাই

রাণীশংকৈল মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের একটি জেলা ঠাকুরগাঁও। এ জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার একটি বিদ্যাপীঠ রাণীশংকৈল মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাজধানী থেকে অনেক দূরে অজপাড়াগাঁয়ের এ বিদ্যালয়ের সাফল্য অনেক বড়। শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিখন পরিবেশ, লেখাপড়ার মান ও ফলাফলের সার্বিক উন্নয়ন ঘটেছে, যা এ বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। গত সাত বছরে (২০০৬-২০১২) এ বিদ্যালয় থেকে সর্বমোট ১৯২ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এই বিদ্যালয় ২০০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং ২০১১ সালে জাতীয় সর্বোচ্চ উপস্থিতি বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করে। ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এ বিদ্যালয় রংপুর বিভাগে সেরা ১০-এর তালিকার স্থান করে নেয়। সে বছর ১৬১ জনের মধ্যে ৯৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পায়।

শিক্ষার্থীরা শরীরচর্চা করছে

এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে। সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ভ্রাতৃদ্বয়ের দানে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৯২ সালে এ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন বিজয় কুমার। তিনি স্থানীয় জনসাধারণ ও এসএমসিকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে এখন একটি শিখন-উপযোগী পরিবেশবান্ধব বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। তিনি এই অবদানের জন্য তিন বার এ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন ১৯৯৪, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে।

এক সময় এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বসার জন্য চেয়ার-টেবিল ছিল না, শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ ছিল না, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ ছিল না। লেখাপড়ার অবস্থাও ভালো ছিল না। এ বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রধান শিক্ষক নিজ হাতে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। এ কাজে তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও হাত মেলায়। তিনি স্থানীয় জনমানুষকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু করেন। এজন্য তিনি পাশের বাড়ি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিলেন। স্থানীয় মানুষের সহায়তায় শিক্ষকদের জন্য চেয়ার যোগাড় করলেন। সবার সহযোগিতায় নির্মাণ করলেন দুটি শ্রেণিকক্ষ। এরপর পর্যায়ক্রমে নির্মিত হতে থাকে অনেক কিছু। এখন এ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা ১১টি। এ বিদ্যালয়ে আছে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের আলাদা কক্ষ, অভিভাকদের ওয়েটিং রুম, ক্যান্টিন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, দেয়ালঘেরা মাঠ, সুদৃশ্য ফটক, স্মৃতিসৌধ, পতাকাবেদি ইত্যাদি। শিক্ষকদের জন্য চেয়ার-টেবিল, শিক্ষার্থীদের বেঞ্চের অভাব নেই। এ বিদ্যালয়ে বিশেষ কোচিং ও রাতে

বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পদক

প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার

পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করা হয়। শ্রেণিকক্ষগুলো শিখন অনুকূল পরিবেশে সাজানো হয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলোর নাম রাখা হয়েছে বিভিন্ন মনীষীর নামে। শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে ও বারান্দায় মনীষীদের ছবি আঁকা, ছবির পাশে জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখা আছে। দেশের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য আঁকা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক নানা ছবি। রয়েছে শিশু-কিশোর উপযোগী দুই হাজার বই ও শিক্ষা উপকরণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মা সমাবেশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের পাশাপাশি গঠন করা হয় কল্যাণ সমিতি ও শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি। ২০০৮ সালে অভিভাবকদের কাছ থেকে মাথাপিছু দুই টাকা করে নিয়ে কল্যাণ সমিতির তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিল থেকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে পোশাক, বই-খাতা ও কলম দেওয়া হয়। আর স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে শরীরচর্চা শিক্ষক, কম্পিউটার শিক্ষক, প্যারা শিক্ষক, নৃত্য শিক্ষক, অফিস সহকারী, এমএলএসএস ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী রাখা হয়েছে। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে সরকারিভাবে প্রধান শিক্ষকসহ মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১৬ জন এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯১৮ জন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ

প্রকৃত অর্থেই এটি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। সরকার ১৯৯২ সালে একে মডেল বিদ্যালয় রূপে ঘোষণা করে। প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ফলে এ মর্যাদা অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় জনঅংশগ্রহণ ও এসএমসি-পিটিএ'র সক্রিয় ভূমিকা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার বলেন, শিক্ষকতা একটি ধর্ম, একে জীবনে ধারণ করতে হয়। নিজের কাজটুকু সব সময় যত্ন দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। ঘটাতে হয় নেশা ও পেশার সমন্বয়। এর পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ শুরু করলে তা একদিন সফল হবেই। আমার শিক্ষকমণ্ডলী, স্থানীয় জনঅংশগ্রহণ ও এসএমসি-পিটিএ'র সক্রিয় ভূমিকার ফলেই বিদ্যালয়ের এমন সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

আবু রেজা

বিরিশিরি ইউনিয়নে গাভিনা শেখ তোফাজ্জল হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে একচালা গৃহ

নেত্রকোণায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য গৃহনির্মাণের উদ্যোগ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা, নেত্রকোণা-এর সহযোগিতায় বিরিশিরি ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ ইউনিয়নের গাভিনা শেখ তোফাজ্জল হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তিন বছর আগেও এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান খুব একটা ভাল ছিল না। শতভাগ ভর্তি ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধন, এসএমসি সদস্যদের সক্রিয়করণ ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এসব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ের নানাবিধ কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে লেখাপড়ার মান আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। দীর্ঘদিন পর ২০১৩ সালে উক্ত বিদ্যালয় থেকে একজন ছাত্র মেধাবৃত্তি পেয়েছে। কিন্তু বাড়তি শ্রেণিকক্ষ না থাকায় এ বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় ওয়াচ গ্রুপের সদস্য মোঃ ফজলুল হক-এর পরামর্শক্রমে কমিউনিটির উদ্যোগে বিদ্যালয় এলাকা থেকে বাঁশ, কাঠ ও নগদ অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের পাশে টিনের একচালা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, যা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ কাজে এলাকার অভিভাবক, পিটিএ-এসএমসি'র সদস্য ও শিক্ষকবৃন্দসহ সকলেই সহায়তা করছেন।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম মানিক

পাঙ্গাসী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস ছালাম ওয়াচ কমিটির আহ্বায়ক মোঃ কোবাদ আলী তালুকদারের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করেন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ফান্ডে পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুদান

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক ডিএফআইডি'র অর্থায়নে স্থানীয় সহযোগী সংস্থা এনডিপি'র সহযোগিতায় প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সিরাজগঞ্জের পাঙ্গাসী ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে পাঙ্গাসী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস ছালাম ইউনিয়নের বাজেট থেকে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন। তিনি ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ওয়াচ গ্রুপের জরুরি সভায় ওয়াচ কমিটির আহবায়ক মোঃ কোবাদ আলী তালুকদারের হাতে ত্রিশ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন। এ টাকা পাঙ্গাসী ইউনিয়নের ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদানে ব্যয় করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সেচ্ছাসেবী মনোভাব তাঁকে এ অনুদান প্রদানে উৎসাহিত করেছে। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ।

শিপন চন্দ্র নাগ

এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক দেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), উদয়ন স্বালম্বী সংস্থা (ইউএসএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা), এসোসিয়েশন ফর সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (এসেড), আশ্রয় ফাউন্ডেশন, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) মাঠ পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org